দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 MAY 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

035

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পুনরায় কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু করা হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে খবরে জানা গেছে। চারটি শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশক্রমে এ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে।

১৯৫০ সনে, উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং '৭২ সনে তা উঠিয়ে দেয়া হয়। উক্ত পরীক্ষা বিলুপ্তির ফলে ১ম ও ২য় বিভাগে পাস করেও বহু ছাত্র-ছাত্রী ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ফলে তাদেরকে পুনরায় সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। ঐসব ছাত্র-ছাত্রী দেখা গেছে ২/১ নম্বর কম পাওয়ায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

দেখা গেছে যে, উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার সময় থেকে বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী বছরে তাদের অভিভাবকের আর্থিক সংকটের কারণে অনেকেই আর পরীক্ষা দিতে পারে না। আবার কেউ কেউ পরীক্ষা দিয়েও কৃতকার্য হতে পারে না। তাই তারা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়।

পাকিস্তান আমলে উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় থেকে দেখা গেছে যে, তৃতীয় বিভাগে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েও বহু ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করতে পারতো। বৃটিশ আমলে দেখা যেতো যে, তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে বহু ছাত্র-ছাত্রী অনার্স নিয়ে বিএ, এমএ, পাস করে শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিতো, ইংরেজী মাধ্যমে লেখা পড়া করে।

তৃতীয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের যে মেধা নেই, এমন কথা বলা চলে না। এ হিসেবে সব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ১ম বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষাদানের সুযোগ দেয়া একান্ত অপরিহার্য।

পাকিস্তান আমলে দেখা গেছে যে, ১ বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারতো এবং পরে ১ বিষয়ে পরীক্ষা দিতো।

এ ব্যবস্থা রহিত করে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা পাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যা হোক, বিলম্বে হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ অসুবিধা উপলব্ধি করে বিলুপ্ত পরীক্ষাটি পুনঃ প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

সুপারিশ যাতে অবিলম্বে কার্য কর হয়, সে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১/২ নম্বরের ব্যবধানে যারা ফেল করে তাদের অতিরিক্ত নম্বর থেকে প্রতি ১ নম্বরের জন্য ৫ কেটে দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষায় পাসের ব্যবস্থা করা উচিত। তা হলে তাদের ডিভিশন নেমে গেলেও পরীক্ষার ঝামেলা থেকে রক্ষা পায়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলে এ নিয়ম প্রবর্তিত ছিল।

তবে ১ম ও দ্বিতীয় বিভাগের জন্য এ নিয়ম চালু করা যেতে পারে। সে আমলে দেখা যেতো ইংরেজী বাংলা ও অংক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ নিয়ম চালু ছিল। উল্লেখ্য, সাবেক আমলে বি, এ, পর্যন্ত এ নিয়ম চালু ছিল। তাই চালু নিয়মকে বি, এ, পর্যন্ত ১ বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।

—এম, এ, বশীর,